আলী হাসান উসামা

কুফর ও তাকফির

কুফর ও তাকফির

আলী হাসান উসামা

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৪৪০, US $ 20, UK £ 15

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান
নামলিপি : হামীম কেফায়েত

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-3-7

Kufor o Takfir
by **Ali Hasan Osama**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১৩

প্রথম অধ্যায়

ইমান # ১৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমানের পরিচয় ১৫

এক : ইমানের শাব্দিক অর্থ ১৫
দুই : ইমানের পারিভাষিক অর্থ ১৬
তিন : সংজ্ঞা বিশ্লেষণ ১৭
চার : একটি সংশয় নিরসন ২০
পাঁচ : মুকাল্লিদের ইমান ২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উসুলুল ইমান ২৫

এক : আল্লাহর প্রতি ইমান ২৫
দুই : ফেরেশতাদের প্রতি ইমান ২৭
তিন : কিতাবসমূহের প্রতি ইমান ২৮
চার : নবিগণের প্রতি ইমান ২৯
পাঁচ : শেষদিবসের প্রতি ইমান ৩০
ছয় : তাকদিরের প্রতি ইমান ৩০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমানের শর্তসমূহ ৩১

এক : ইমানের মৌলিক শর্ত পাঁচটি ৩১
দুই : ইমানের জন্য এসব শর্ত কেন প্রয়োজন ৩৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাহিলিয়াত ৪০

এক : জাহিলিয়াতের পরিচয় ৪০
দুই : জাহিলিয়াত সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা ৫১
তিন : এ যুগের অন্যতম জাহিলিয়াত : ইবাদত ও ভালোবাসার শিরক ৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুফর ও তাকফির # ৬১

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুফরের পরিচয় ৬২

এক : কুফরের শাব্দিক অর্থ ৬২
দুই : কুফরের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে সম্পর্ক ৬২
তিন : কুফরের পারিভাষিক সংজ্ঞা ৬৩
চার : কুফরের প্রকার ৬৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাকফির ৬৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাকফিরের ব্যাপারে সতর্কতা ৭১

এক : কাউকে কাফির বলার ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনা ৭১
দুই : তাকফিরের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে হাদিসের নির্দেশনা ৭৩
তিন : যাচাইবিহীন তাকফিরের ব্যাপারে রাসুলের সতর্কবার্তা ৭৫
চার : গুনাহের কারণে তাকফিরের ব্যাপারে হাদিসের নির্দেশনা ৭৯
পাঁচ : ভিত্তিহীন তাকফির নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ৮০
ছয় : ফিকহি মূলনীতির আলোকে তাকফিরের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের গুরুত্ব ৮১
সাত : তাকফিরের ব্যাপারে ফকিহগণের সতর্কতা ৮২
আট : কুফর ও তাকফিরের মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব ৮৫
নয় : লুজুম ও ইলতিজামের মধ্যে পার্থক্য করা : সতর্কতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ ৮৫
দশ : ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালামের দৃষ্টিতে লুজুম ও ইলতিজামের পার্থক্য ৮৮
এগারো : ইমাম শাতিবির দৃষ্টিতে লুজুম ও ইলতিজামের পার্থক্য ৮৮
বারো : ইবনু তাইমিয়ার দৃষ্টিতে লুজুম ও ইলতিজামের পার্থক্য ৮৯
তেরো : আল্লামা শামির দৃষ্টিতে লুজুম ও ইলতিজামের পার্থক্য ৮৯

চৌদ্দ : সুস্পষ্ট লুজুম ইলতিজামের অনুরূপ ৯০
পনেরো : তাকফিরের ব্যাপারে সালাফে সালিহিনের সতর্কতা ৯০
ষোলো : একটি সংশয় নিরসন ৯১
সতেরো : বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে বর্ণিত কুফর শব্দের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান ৯৩
আঠারো : কবিরা গুনাহের কারণে তাকফির ৯৮
উনিশ : আহলে কিবলাকে তাকফিরের ব্যাপারে সাহাবিদের সতর্কতা ১০০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাকফিরের গুরুত্ব ও দায়িত্ব ১০২

এক : তাকফিরের হুকুম ১০২
দুই : তাকফিরের ব্যাপারে অনীহা ও গাফলতি ১০২
তিন : তাকফির প্রসঙ্গে আহলুস সুন্নাহর ভারসাম্যপূর্ণ মানহাজ ১০৩
চার : সুনিশ্চিত কাফিরকে তাকফির না করা স্বতন্ত্র কুফর ১০৩
পাঁচ : তাকফিরের ব্যাপারে সাহাবিগণের দায়িত্ববোধ ১০৪
ছয় : সংশয় : হাদিসে নিষেধাজ্ঞার পরও আহলে কিবলাকে তাকফির করার যুক্তি কী ১০৬
সাত : তাকফির করা আলিমগণের ফরজ দায়িত্ব ১১২
আট : ফিকহের গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত কুফরি কথার কারণে তাকফির করার বিধান ১১২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাকফিরের শর্তাবলি ১১৬

এক : তাকফির করা কার দায়িত্ব ১১৬
দুই : কুফর ও রিদ্দাহর ভিত্তি ১১৭
তিন : তাকফিরের শর্তাবলি ১১৭
চার : মুফতি ও মুকাফফিরের জন্য শর্তাবলি ১১৮
পাঁচ : যাকে তাকফির করা হবে, তার শর্ত ১২০
ছয় : ইচ্ছাকৃত ও সন্তুষ্টচিত্তে কুফর করা ১২১
সাত : ভুলবশত কুফর করে ফেলার বিধান ১২২
আট : অর্থ জানা নেই এমন কুফরি বাক্য বলার বিধান ১২৩
নয় : কাফির হওয়ার ইচ্ছা থাকা জরুরি নয়; কুফরি কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা বিবেচ্য ১২৪
দশ : ব্যাপক তাকফির এবং সুনির্দিষ্ট তাকফিরের মধ্যে পার্থক্য ১২৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তাকফিরের প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ ১৩০

এক. অজ্ঞতা ১৩০

দুই. বাধ্য হওয়া ১৩৪
তিন. ব্যাখ্যা থাকা ১৩৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তাওয়িল ১৪৪

এক : তাওয়িলের শর্তাবলি ১৪৪
দুই : তাকফিরের ক্ষেত্রে তাওয়িল বিবেচনার গুরুত্ব ১৫৩
তিন : জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের তাওয়িল কুফর কেন ১৫৬
চার : তাওয়িল বিবেচ্য হতে একটি অপরিহার্য শর্ত ১৫৮
পাঁচ : তাওয়িলের সম্ভাবনা থাকা যথেষ্ট, নাকি ইচ্ছাও থাকা বিবেচ্য ১৬০
ছয় : কোনো কথা ও কাজ কুফর হিসেবে বিবেচ্য হওয়ার শর্ত ১৬১

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কুফর ও কাফিরের বিধান ১৬৬

এক : কাফিরের পারলৌকিক বিধান ১৬৬
দুই : কাফিরের পার্থিব বিধান ১৬৮

নবম পরিচ্ছেদ

দলগত তাকফিরের মূলনীতি ১৭৭

দশম পরিচ্ছেদ

কুফর ও তাকফিরের পার্থক্য ১৮২

এক : কুফর অপরিহার্যকারী বিষয় : অন্তরের আকিদা ১৮৪
দুই : জরুরিয়াতে দীন ১৮৪

একাদশতম পরিচ্ছেদ

শরিয়তের কোনো অকাট্য বিষয়ের অস্বীকার কুফর ১৯৬

এক : সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলেও তা অস্বীকারের কারণে তাকফির করা যাবে না ১৯৬
দুই : জরুরিয়াতে দীনের প্রকার ২১২
তিন : উসুলুল ফিকাহের বিশ্লেষণ ২১৪

তৃতীয় অধ্যায়

কাদিয়ানি ও সাধারণ কাফিরদের পার্থক্য # ২১৫

এক : কাদিয়ানি এবং অন্য কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য ২১৮

দুই : কাফিরদের প্রকার ২২০
তিন : কাফিরদের বিধান ২২২

চতুর্থ অধ্যায়

ইমান ভঙ্গের কারণ # ২২৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমান ভঙ্গের কারণ ২৩০
এক : ইমান ভঙ্গের কারণ ২৩০
দুই : 'মুসতাহিল' (যে হালাল মনে করেছে)-এর শর্ত ২৩২
তিন : 'মুসতাহাল' (যে নিষিদ্ধ বিষয়কে হালাল মনে করা হয়েছে)-এর শর্ত ২৩৭
চার : 'ইসতিহলাল' (হারামকে হালাল মনে করা)-এর শর্ত ২৪১
পাঁচ : ইমান ভঙ্গের কারণ : অবজ্ঞা ও হেয়জ্ঞান করা ২৪৩
ছয় : ইমান ভঙ্গের কারণ : তাচ্ছিল্য ও উপহাস করা ২৩৫
সাত : তাচ্ছিল্য ও উপহাসের কারণে কাউকে তাকফির করার শর্ত ২৪৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুফরের নিদর্শনের কারণে তাকফির করা : একটি সংশয় নিরসন ২৫০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমান ভঙ্গের কারণসমূহ বোঝার মূলনীতি ২৫২
এক : শরিয়তের আদেশ অমান্য করা ২৫২
দুই : নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া ২৫৫
তিন : কুফরের প্রতি সন্তুষ্টিও কুফর ২৫৬
চার : ইসলাম ছাড়া অন্যান্য দীনের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন না করা কুফর ২৫৭

পঞ্চম অধ্যায়

মুজাহিদদের তাকফিরনীতি # ২৫৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুজাহিদদের মানহাজ ২৬০
এক : গাফলতির নিদ্রা ২৬০
দুই : এ যুগের মুজাহিদ ২৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুজাহিদদের ভুল সংশোধনের নববি মানহাজ **২৬৫**

এক : আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশের বাহিনীর ভুল ২৬৫
দুই : উসামার ভুল ২৬৮
তিন : খালিদের ভুল ২৬৯
চার : মুজাহিদদের বৈশিষ্ট্য ২৭১
পাঁচ : সাহায্যপ্রাপ্ত জামাআত ২৯৪
ছয় : গুরাবা ২৯৭
সাত : মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারী ২৯৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুজাহিদদের তাকফিরনীতি **৩০১**

মুখবন্ধ

আলো এবং আঁধার, রাত এবং দিন, সাদা এবং কালোর মধ্যে যেমন বৈপরীত্যের সম্পর্ক বিদ্যমান, ইমান ও কুফরের মধ্যে তারচেয়েও বেশি বৈপরীত্য বিদ্যমান। একজন মুসলমানের জন্য ইমান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হলে তার বিপরীত বিষয় সম্পর্কেও জানতে হয়। তাই ইমান সম্পর্কে ধারণা পোক্ত করতে তার বিপরীত বিষয় কুফর সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। একজন মুসলিম কী কী কারণে ইমানহারা হতে পারে, সেসব সম্পর্কেও জানা আবশ্যক। কবি বলেন,

عَرَفْتُ الشَّرَّ لا للشر ولكن لتوقِّيه ... ومن لا يعرف الشرَّ يَقَعْ فيه

আমি অনিষ্ট চিনেছি অনিষ্টের জন্য নয়; বরং তা থেকে বাঁচার জন্য।
যে অনিষ্ট চেনে না, সে তো তাতে পতিত হয়েই যায়।

আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন,

إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية

নিশ্চয়ই ইসলামের হাতলগুলো এক এক করে ভেঙে যাবে, যখন ইসলামে এমন প্রজন্ম গড়ে উঠবে, যারা জাহিলিয়াত চেনে না।[১]

আর এ কথা তো বলাই বাহুল্য, জাহিলিয়াতের সবচেয়ে বড় উপাদান হলো কুফর ও শিরক। হুজায়ফা রা. বলেন,

«كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ»، قِيلَ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «مَنْ اتَّقَى الشَّرَّ وَقَعَ فِي الْخَيْرِ»

[১] *মিনহাজুস সুন্নাহ* : ২/৩৯৮; *মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া* : ১০/৩০১।

নবি ﷺ-এর সাহাবিরা তাঁকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত; আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। জিজ্ঞেস করা হলো, এমনটি করার হেতু কী? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকে, সে কল্যাণের মধ্যে থাকে।[২]

একজন মুসলমানের জন্য অজু ভঙ্গের কারণ জানা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার জন্য ইমান ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে জানা তারচেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সে শরিয়তের মাপকাঠিতে নিজেকে মাপতে পারে, ইহজগতে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে পারে। কারণ, আল্লাহ কুরআনে স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। [সুরা নিসা (৪) : ৪৮]

আমরা বর্তমানে যে পৃথিবীতে বাস করছি, তাতে তাকফির নিয়ে ব্যাপক প্রান্তিকতা ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ খারেজিদের মতো উগ্রতার শিকার হয়েছে, কেউ মুরজিয়াদের মতো চরম শিথিলতায় আক্রান্ত হয়েছে। একজন মুসলিমকে কাফির বলা যেমন ভয়াবহ, একজন কাফিরকে মুসলিম বলা তারচেয়েও বেশি ভয়াবহ। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বৈশিষ্ট্য হলো ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা।

বাংলাভাষায় তাকফিরিদের বাড়াবাড়ি এবং মুরজিয়াদের ছাড়াছাড়িমুক্ত তাকফিরের মূলনীতি-সংক্রান্ত সর্বসম্মত তত্ত্ব ও তথ্যসংবলিত একটি গ্রন্থের চাহিদা অনেক দিন থেকে। সেই চাহিদা সামনে রেখেই মূলত আমাদের এই প্রয়াস। অক্ষরবাদীদের বিচ্যুতি ও স্খলন এড়িয়ে উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ। যারা হক অনুসন্ধান করে এবং সে পথে নিজেদের চালিত করার মানসিকতা রাখে, তাদের জন্য ইনশাআল্লাহ এতে পর্যাপ্ত খোরাক রয়েছে।

গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি মুফতি উবায়দুর রহমান (হাফিজাহুল্লাহ) প্রণীত এবং শায়খ শহিদ সামিউল হক হক্কানি রাহ.-এর ভূমিকাসংবলিত *ইবকারুল আফকার ফি উসুলিল ইকফার* গ্রন্থ থেকে। সেই গ্রন্থের সারনির্যাস উঠে এসেছে এই গ্রন্থে। আল্লাহ এই গ্রন্থটি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বপ্রকার কুফর ও শিরকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমৃত্যু তাওহিদের ঝান্ডা বহন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

গ্রন্থটি উৎসর্গ করছি আমাদের সম্মানিত শায়খ আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরি ও মুফতিয়ে আজম আল্লামা আবদুস সালাম চাটগামি (হাফিজাহুমাল্লাহ)-এর উদ্দেশে। আল্লাহ আমাদের মাথার ওপর তাঁদের ছায়া দীর্ঘায়িত করুন।

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৩৩৯০।

আরও উৎসর্গ করছি আমার দুই সন্তান তাইমুল্লাহ ফাইয়াজ মুসান্না ও হিবাতুল্লাহ জানদাল মুহান্নার উদ্দেশে। আল্লাহ তাদেরকে গাজওয়াতুল হিন্দের সিপাহসালার এবং খলিফা মাহদি রা.-এর সহযোগী হওয়ার তাওফিক দান করুন।

বইটির বিন্যাস, বানানসমন্বয়সহ বিভিন্নভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন, আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আবুল কালাম আজাদ, ইলিয়াস মশহুদ, দিলশাদ মাহমুদ মাহদি ও আবদুল্লাহ আরাফাত। আল্লাহ সবার পরিশ্রমকে কবুল করুন।

বইটি নির্ভুল রাখতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। তারপরও ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। কারও দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করবেন ইনশাআল্লাহ।

আলী হাসান উসামা
alihasanosama.com

প্রথম অধ্যায়

ইমান

- ইমানের পরিচয়
- উসুলুল ইমান
- ইমানের শর্তসমূহ
- জাহিলিয়াত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমানের পরিচয়

এক. ইমানের শাব্দিক অর্থ

ইমান[৩] শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় করা। ইমানকে 'ইমান' শব্দে নামকরণের কারণ হলো, মুমিন ব্যক্তি যাদের প্রতি ইমান আনে, তাদের নিজের পক্ষ থেকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা থেকে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় করে। তা ছাড়া এর মধ্যে নিরাপদ হওয়ার অর্থও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[৪] যেহেতু মুমিন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার দ্বারা তার প্রাণ, সম্পদ ও সম্ভ্রম নিরাপদ হয়ে যায়, এ জন্য ইসলামে প্রবেশ করাকে ইমান আনয়ন করা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ইমান শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে সত্যায়ন করা। এখানে 'সত্যায়ন করা' কথাটি ব্যাপকার্থবোধক; যার মধ্যে কাউকে সত্যবাদী বলে মনে করা, কাউকে আস্থাভাজন বলে আখ্যায়িত করা এবং কারও প্রতি সত্যতার সম্বন্ধ সম্পর্কিত করা সবই অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু কাউকে সত্যায়নের মাধ্যমে নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত হয় এবং তাকেও নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় করা হয়, এ কারণে সত্যায়নকে ইমান শব্দে অভিহিত করা হয়।[৫]

আকিদাশাস্ত্রের কোনো কোনো ইমাম দ্বিতীয় অর্থটিকে (সত্যায়ন) 'ইমান' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। কিন্তু অসংখ্য মুহাক্কিক (গবেষক) আলিমের মতানুসারে আরবিভাষায়ও এই শব্দটি 'সত্যায়ন' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, আল্লামা আহমাদ ইবনু ফারিস রাহ. (মৃত্যু : ৩৯৫ হিজরি) লেখেন,

---

[৩] الإيمان من الأمن، مصدر من باب الإفعال، وخاصيته التعدية.

[৪] فإن من خواص باب الإفعال التصيير، كقولهم: ألحم زيد، يعني به صار ذا لحم.

[৫] এটাকে পরিভাষায় تسمية الشيئ باسم مسببه বলা হয়।

(أمن) الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق.

অর্থাৎ, ইমান শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে সত্যায়ন করা।[৬]

আল্লামা সাআদ তাফতাজানি রাহ. (মৃত্যু : ৭৯২ হিজরি) লেখেন,

(والإيمان) في اللغة التصديق، أي إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقا، إفعال من الأمن، كأن حقيقة «آمن به» آمنه من التكذيب والمخالفة.

'ইমান শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো "সত্যায়ন করা"। অর্থাৎ, সংবাদদাতার হুকুমের আনুগত্য করা, তা গ্রহণ করে নেওয়া এবং তা সত্যে পরিণত করা। এটি "আমনুন" শব্দ থেকে উদ্ভূত, "বাবুল ইফআল"-এর মাসদার (ক্রিয়ামূল)। ইমানকে ইমান নামে নামকরণের তত্ত্বকথা হলো, ইমান গ্রহণকারী যাদের প্রতি ইমান এনেছে, তাদের অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে নিরাপদ করেছে।'[৭]

আল্লামা সাআদ তাফতাজানি রাহ.-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা আবদুল আজিজ ফারহাওয়ি রাহ. (মৃত্যু : ১২৩৯ হিজরি) সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর পুরো আলোচনার সারকথা হলো, ইমান শব্দটি উপরিউক্ত দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উভয়টিই এই শব্দের মূল অর্থ; কোনোটি রূপক অর্থ নয়।[৮]

দুই. ইমানের পারিভাষিক অর্থ

আল্লামা আজদুদ্দিন ইজি রাহ. (মৃত্যু : ৭৫৬ হিজরি) লেখেন,

وأما في الشرع وهو متعلق ما ذكرنا من الأحكام فهو عندنا وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والأستاذ التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة فتفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا

'আমাদের দৃষ্টিতে এবং অধিকাংশ ইমামের মতানুসারে শরিয়তের পরিভাষায় ইমানের অর্থ হচ্ছে সেসব বিষয়ে রাসুল ﷺ-কে সত্যায়ন করা, যা তাঁর দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি আবশ্যিকভাবে জানা গেছে। যে বিষয়গুলো বিস্তারিত জানা গেছে, সেগুলো বিস্তরভাবে বিশ্বাস করা এবং যে বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে

[৬] *মাকায়িসুল লুগাত*, বাবুল হামজা ওয়াল মিম ওয়া মা বাদাহুমা ফিস সুলাসি : ১৩৩।

[৭] *শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়া*, মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আজহারিয়া কায়রো প্রকাশিত : ১/৭৮।

[৮] *আন-নিবরাস* : ২৪৫-২৪৬।